বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

1st Page:

১) আমরা ফ্রি ভিসার লোক, সাপ্লাইতে কাজ করেছি, কিন্তু সাপ্লাইওয়ালা আমাদের বেতন দেয় না, ৩ বা ৪ বা ৫ বা ৬ মাস ইত্যাদি। এখন আমরা কি করতে পারি··· সাপ্লাই এর পরিচালক বাংলাদেশী অমুক বা ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানি···?

উত্তরঃ ফ্রি ভিসার লোক হিসাবে আপনারা বেতন-ভাতা উদ্ধারে বাহরাইনের শ্রম মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে কোন আইনি সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে আপনারা যদি বৈধ ভিসাধারী হয়ে থাকেন, তাহলে ওয়ার্কিং টাইম কার্ডসহ কোম্পানির নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। আর যদি আপনার বৈধ ভিসা না থাকে সে ক্ষেত্রে দূতাবাসের সহযোগিতা কামনা করতে পারেন।

২) আমি বাহিরে কাজ করি, আসার পর মালিক চিনি না বা কোম্পানি চিনি না, যে আমাকে বাহরাইন এনেছে তার কোন সন্ধান জানা নাই বা সে ধরা খেয়ে সে এখন বাংলাদেশে আছে, আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে এনে এক রুমে রেখে চলে গেছে। আমার পাসপোর্ট, সিপিআর কিছুই দেয় নাই বা এয়ারপোর্টে নামার পরই পাসপোর্ট নিয়ে গেছে বা সিপিআর বানানোর কথা বলে পাসপোর্ট নিয়েছে, আর দেয় নাই। এখন আমি এক কোম্পানিতে চান্স পেয়েছি, ভিসা লাগাবো, পাসপোর্ট দরকার।

উত্তরঃ আপনার পাসপোর্ট কপি অথবা সিপিআর কপি অথবা সিপিআর নাম্বার সহ দূতাবাসে যোগাযোগ করুন। দূতাবাস বাহারাইনের ইমিগ্রেশন বা এল এম আর এ অথরিটির নিকট আপনার ডকুমেন্টস এবং তথ্য খোঁজার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবে। অতঃপর নির্ধারিত সার্ভিস সেন্টার (বর্তমান ভার্সেটাইলো হ্যাপি সেন্টার-এ) নতুন পাসপোর্ট এর জন্য আবেদনপত্র দাখিল করুন।

৩) আমার মালিক ঠিকমত বেতন দেয় না, এক মাস দিলে ০৩ মাস বাকি রাখে, বেতন চাইলে বকাঝকা করে, গায়ে হাত তুলতে চায় বা মারতে আসে বা মারে বা বেতন চাইলে মাসে ৫/১০ দিনার ধরিয়ে দেয়। আমার ভালো লাগে না। আমি কাজ ছেড়ে চলে এসছি, এখন সে আমার পাসপোর্ট দেয় না। আমার পাসপোর্ট লাগবে, কিভাবে পাবো?

উত্তরঃ কোম্পানি বা স্পন্সর চেঞ্জ করার সঠিক নিয়ম হলো: চুক্তিপত্র অনুযায়ী এক বছর অথবা দুই বছর এগ্রিমেন্টের মেয়াদ পূর্ণ করে থাকলে আপনি ভিসার মেয়াদ থাকাকালীন মবিলিটি এপ্লাই করুন এবং কোম্পানির ঠিকানায় পোস্ট অফিসের মাধ্যমে রিজাইন লেটার প্রেরণ করুন। এক মাসের ভিতরে কোম্পানি আপনাকে চেঞ্জের সুযোগ-সুবিধা না করে দিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ তথা এল এম আর এ-এর সহযোগিতা নিন। আপনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সেটা ভুল ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্পন্সর থেকে পাসপোর্ট প্রাপ্তির জন্য আপনার ভিসা ভ্যালিড থাকলে কোম্পানির নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনের সহযোগিতা নিতে পারেন আর ভিসা না থাকলে দূতাবাসের সাহায্য কামনা করুন।

৪) ০২/০৪/০৫/০৬ ইত্যাদি বৎসর কাজ করেছি, বেতন বাড়ায় না, সুযোগ-সুবিধা নাই, আমি এখন চেঞ্জে যাবো, সে চেঞ্জও দিবে না, বলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিবে, আমি কি করবো?

উত্তরঃ এল এম আর এ কর্তৃক কোম্পানি পরিবর্তন করার নিয়ম হল- এল এম আর এ অফিসে যেয়ে মবিলিটির জন্য আবেদন করতে হবে। কোম্পানির নির্ধারিত ঠিকানায় পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে রিজাইন লেটার পাঠাতে হবে। রিজাইন লেটার পাঠানোর পর কমপক্ষে ০১ মাস কাজ অব্যহত রাখতে হবে। একমাস পরেও যদি চেঞ্জ হওয়ার সুযোগ-সুবিধা না পান, তাহলে পোষ্ট অফিস থেকে পিঙ্ক কার্ড সংগ্রহ করে পাসপোর্ট কপি দিয়ে নতুন কোম্পানির অধীনে ভিসার আবেদন করুন। এবং বর্তমান কোম্পানির অধীনে আপনার পাসপোর্ট আটক থাকলে নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে অভিযোগ দাখিল করুন। মনে রাখবেন- আপনি যদি বাহরাইনের আইন-কানুন মেনে সকল কাজ সঠিক নিয়মে সম্পাদন করেন তাহলে কেউ আপনাকে জোরপূর্বক দেশে পাঠাতে পারবে না।

৫) আমি দীর্ঘ দিন কোম্পানিতে কাজ করেছি, এখন চলে যাবো, কোম্পানি আমার হিসাব- টিকিট দিচ্ছে না। আমার ০৫/১০/১৫ ইত্যাদি বৎসরের হিসাব, লিভ স্যালারি, পুরাতন বকেয়া বেতন কিচ্ছু দিবে না। কি করবো?

উত্তরঃ পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে আপনার কোম্পানির নির্ধারিত ঠিকানায় একটি রিজাইন লেটার প্রেরণ করুন। রিজাইন লেটারের একটি কপি কোম্পানির অফিসেও জমা দিন। কোম্পানি যদি ১৫ দিনের ভিতর কোন আপডেট না দেয়, তাহলে আপনি বাহরাইনের শ্রম মন্ত্রণালয়ের শরণাপন্ন হতে পারেন। অথবা সরাসরি কোর্টে লেবার কেস দাখিল করতে পারেন।

৬) আমরা কোম্পানির লোক, কোম্পানি আমাদের বিগত ০৩/০৫/০৬ মাসের বেতন দেয় না। আমারা কাজ বন্ধ করে দিয়েছি, খানার টাকা নাই, এখন মালিক হুমকি দিচ্ছে দেশে পাঠিয়ে দিবে, কি করবো?

উত্তরঃ বাহরাইনের আইন অনুযায়ী, কোন প্রকার নোটিশ ব্যতিত এককভাবে/জোটবদ্ধ হয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়া আইনত অপরাধ বলে বিবেচিত। পাশাপাশি কোন প্রকার আন্দোলন/স্ট্রাইক করাও আইনত অপরাধ। আপনাদের উচিত, কোম্পানিকে এক মাসের নোটিশ লেটার পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠানো। যদি এক মাসেও আপনাদের সমস্যা সমাধানে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়, তাহলে আপনারা বাহরাইনের শ্রম মন্ত্রণালয়ের শরণাপন্ন হতে পারেন অথবা সরাসরি কোর্টে লেবার কেস দাখিল করতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রেই দূতাবাস আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

৭) আমি এক আরবির দোকান/ সিআর চালাতাম, দোকানে ব্যবসা নাই/ সিআরের কাজ পাই না ভালো, আরবি কে বললাম, আমি আর চালাবোন না, ছেড়ে দিবো, আরবি রাজি না/ আরবি আমার পাসপোর্ট আটকে দিছে/ আরবি আমাকে বিভিন্ন ভয় দেখাচ্ছে ইত্যাদি আমি কি করবো?

উত্তরঃ যেকোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার পূর্বে অবশ্যই আপনার ও কোম্পানির মালিকের মাঝে চুক্তিপত্র হওয়া জরুরী। চুক্তিপত্রটি বাহরাইন চেম্বার অব কমার্স বা যেকোনো উকিলের মধ্যস্ততায় সত্যায়িত করা হলে অনেক ভাল হয়। চুক্তিপত্র অনুযায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করুন বা পরিচালনা দায়িত্ব থেকে অব্যহতি গ্রহণ করুন। যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও আপনার মাঝে কোন প্রকার চুক্তিনামা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ক্ষতিগ্রস্থ হলে নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনের সহযোগিতা নিন। সাক্ষি উপস্থিত করার মাধ্যমে কোর্টে বিষয়টি উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ উকিলও নিয়োগ দিতে পারেন।

৮) আমি আরবির হাউজে কাজ করি, আমাকে অনেক কাজ করায় , ১৮/২০ ঘণ্টা, ছুটি/ বিশ্রামের সুযোগও দেয়না, আমি চেঞ্জে যাবো, কি করবো?

উত্তরঃ হাউজ ভিসা থেকে অন্য স্পন্সরের অধীনে পরিবর্তন হওয়ার জন্য বর্তমান স্পন্সর থেকে অনাপত্তি পত্র ও স্পন্সরের সিপিয়ার কপি প্রয়োজন অথবা বর্তমান স্পন্সর আপনার ভিসা বাতিল করে বাহরাইন ইমিগ্রেশন থেকে গ্রেস পিরিয়ড নিয়ে দিতে হবে। যদি হাউজ ভিসা কর্মী কোন ধরণের অন্যায়-অত্যাচারের স্বীকার হয় সেক্ষেত্রে সরাসরি নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশন অথবা শ্রম মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে কর্মী দূতাবাসের সহযোগিতাও কামনা করতে পারেন। দূতাবাস তাকে আইনী সহযোগিতা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করবে।

৯) মালিক আমার দোকান নিয়ে গেছে, দোকানের মালামাল আমার ক্রয়কৃত, এখন আমি কি করবো? আমার এগ্রিমেন্ট নাই/ এগ্রিমেন্ট আছে কিন্তু মালিকের কাছে। কি করবো?

উত্তর- আপনার যদি দোকান পরিচালনার কোন লিখিত এগ্রিমেন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে একটি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন এবং বিজ্ঞ উকিলের সহযোগিতায় সাক্ষী উপস্থিত করে আদালতের রায়ের জন্য শরণাপন্ন হতে পারেন।
আর যদি আপনার লিখিত এগ্রিমেন্ট থেকে থাকে, একটি কপি আপনার কাছে থাকাটা যুক্তিযুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত যদি কপি না থাকে তাহলে সাক্ষী উপস্থিত করার মাধ্যমে আদালতের রায় প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করতে পারেন।
আর যদি এগ্রিমেন্টের কপি আপনার কাছে থেকে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই একজন বিজ্ঞ উকিলের পরামর্শ গ্রহন করুন।

১০) আমি ভিসার জন্য অমুক কে টাকা দিছি। সে আমাকে ভিসাও দেয় নাই, টাকাও দেয় নাই। কি করা?

উত্তর- ভিসা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য টাকা-পয়সার লেনদেন আইনত অপরাধ। যদি লেনদেনের স্বপক্ষে আপনার নিকট লিখিত কোন ডকুমেন্টস না থাকে তাহলে আপনি কোনোভাবেই উক্ত ক্ষতি পূরণের জন্য দাবি করার অবস্থায় নেই। প্রয়োজনীয় লিখিত ডকুমেন্টস উপস্থিত করা সম্ভব হলে আপনি আইনি আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন অথবা দূতাবাসের সাহায্য কামনা করতে পারেন।

১১) আমাদের সমিতির টাকা অমুকে নিয়ে পালিয়ে গেছে... কি করা ?

উত্তর- লেনদেনের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ছাড়া উক্ত বিষয়ে আপনি আইনি আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না।

১২) আমরা যৌথ ব্যবসা করতাম, একজন ব্যক্তি মালিকের সাথে যোগসাযোগ করে আমাদের ব্যবসা থেকে বের করে দিয়েছে, আমাদের মূলধন/ লাভ কিচ্ছু দেয় নাই... কি করবো?

উত্তর- যেকোনো ধরনের ব্যবসা বা লেনদেন বা কোম্পানি পরিচালনার জন্য উভয় পক্ষ মাঝে লিখিত এগ্রিমেন্ট থাকা প্রয়োজন। লিখিত এগ্রিমেন্ট ব্যতীত যৌথ মালিকানা দাবি করার কোন সুযোগ নেই। তারপরও আপনারা সাক্ষী উপস্থিত করার মাধ্যমে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশন অথবা কোর্টের শরণাপন্ন হতে পারেন।

১৩) আমার ভাই/ বন্ধু/ লোক আল্লা জেলে, ভিসা নাই ধরা পড়েছে, এখন ভিসা এর ব্যবস্থা হয়েছে তাকে জেল থেকে কিভাবে বের করা যায়? তার পাসপোর্টে মেয়াদ নাই/ এক নাম, কি করা যায়।

উত্তর- প্রথমে আপনাদেরকে একজন উকিলের সহযোগিতায় কোর্টে উক্ত ব্যক্তি কে ভিসা করে বৈধ হওয়ার জন্য সুযোগ প্রদানের আবেদন বা আপিল করতে হবে। এবং কোড যদি সুযোগ দেয় সেক্ষেত্রে কোর্টের প্রাথমিক রায়ের কপি বাহারাইন ইমিগ্রেশনের পাবলিক প্রসিকিউশন ডিপার্টমেন্টে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ভিসা করার ক্ষেত্রে যদি কারো পাসপোর্ট এক নাম থাকে তাহলে তিনি ফ্লেক্সি ভিসা করতে পারেন। ফ্লেক্সি ভিসা করেও ডিপোর্টেশন সেন্টার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর যদি পাসপোর্ট এর মেয়াদ না থাকে সেক্ষেত্রে ইমারজেন্সি এক বছরের এক্সটেনশন করে দেওয়ার সুবিধা দূতাবাসের পক্ষ থেকে দেয়া আছে।

2nd Page:

১) ফ্রি ভিসা করেছি, দেশে ছুটিতে গেলে ভিসা কেন্সেল করে দেয়ার ভয় আছে, কি করতে পারি?

উত্তর- কোম্পানির মালিক যেকোনো সময় যেকোনো অপকৌশল অবলম্বন করে ভিসা বাতিল করে দেয়ার সুযোগ তার রয়েছে। একমাত্র ফ্লেক্সি ভিসা বাতিল হয় না কেননা ফ্লেক্সি ভিসা এর কর্মী তার নিজের ভিসা এর মালিক।

২) বাহরাইন ইমিগ্রেশনে আমার নামে ব্ল্যাকলিস্ট আছে, আমি কিভাবে সেটা তুলতে পারি?

উত্তর- প্রথমত আপনার নতুন একজনের স্পন্সর ঠিক করুন অতঃপর স্পন্সরের সহযোগিতায় অথবা কোন ডকুমেন্ট ক্লিয়ারেন্স এজেন্সি বা উকিলের সহযোগিতায় আপনার বিরুদ্ধে কী ধরনের অফেন্স রয়েছে তা জানার চেষ্টা করুন। অফেন্সেস ধরন জানার পর সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩) আমাদের কোম্পানি ৪/৫/৬ মাস যাবত বেতন দেয় না শ্রমিকদের। আমাদের কেউ কেউ এল এম আর এ ফ্লেক্সি ভিসা/ ফ্রি ভিসা আর বাকিরা কোম্পানির ভিসা, আমরা এখন কি করতে পারি?

উত্তর- যারা কোম্পানির ভিসা ও এল এম আর এ ফ্লেক্সি ভিসায় কর্মরত ছিলেন, তারা পৃথক দুইটি তালিকা প্রস্তুত করে সকলের পক্ষে দুইজন দূতাবাসে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা সরাসরি বাহারাইন শ্রম মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। দূতাবাস ও শ্রম মন্ত্রণালয় আপনাদের সমস্যা সমাধানে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। যারা ভিসা ছাড়া অবৈধ অবস্থায় উক্ত কোম্পানিতে কাজ করেছেন তাদের জন্য দূতাবাস পৃথকভাবে প্রচেষ্টা করবে। দূতাবাস তার সর্বোচ্চটা দিয়ে তাদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করবে।

৪) ফ্রি ভিসা বিক্রি করে যারা আমাদের সাথে । প্রতারণা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে দূতাবাস কি ব্যবস্থা নিয়েছে?
উত্তর- ফ্রি ভিসা বিক্রয় করা ও ফ্রি ভিসা ক্রয় করা উভয়টি আইনত অপরাধ। প্রতিটা কর্মীর উচিত বাহারাইন এর আইন অনুযায়ী নির্ধারিত কম্পানি স্পন্সর এর অধীনে বৈধ ভিসা নিয়ে কাজ করা। অবৈধ উপায়ে কাজ অব্যাহত রাখলে তার বেতন ভাতা ও অধিকার প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই।
৫) আমি এক কোম্পানি থেকে চেঞ্জ হয়ে অন্য কোম্পানিতে গিয়েছি। পূর্ববর্তী কোম্পানিতে আমার কিছু বেতন/ পাওনা টাকা-পয়সা বাকি ছিল। এখন সেই টাকাগুলো কিভাবে পেতে পারি?

উত্তর- আপনার বেতন ভাতা ও পাওনা টাকা আদায়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস উপস্থিত করতে সক্ষম হলে, দূতাবাস বাহরাইনের শ্রম মন্ত্রণালয় অথবা প্রয়োজনে কোর্টের সাহায্যে আপনার অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

৬) বাহরাইনের ওয়ার্ক ভিসা কবে খুলবে? বাহরাইনে ভিজিট ভিসা কি চালু আছে? ফ্যামিলি ভিসা/ ফ্যামিলি ভিজিট ভিসা কি খুলেছে?

উত্তর- 2018 সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের জন্য সব ধরনের ওয়ার্ক ভিসা বা ফ্যামিলি ভিসা বন্ধ রয়েছে। ভিজিট ভিসা দূতাবাসের সাথে সম্পৃক্ত নয়। চলমান সাধারণ ক্ষমার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে বাংলাদেশী শ্রমিকরা বৈধ হলে অথবা বাংলাদেশি শ্রমিকদের মান উন্নত হলে নতুন করে ভিসা প্রাপ্তির আশা করা যায়।

৭) পাসপোর্টে আমার স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তন করতে চাই। কিভাবে করবো?
উত্তর- বাহারাইনস্ত মিশনে পাসপোর্টের স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তন করা সম্ভব না। আপনি বাংলাদেশে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান শাখায় যোগাযোগ করতে পারেন।

৮) আমার ০২ বৎসর ভিসা নেই, বাংলাদেশ চলে যেতে চাই। কি করতে হবে?
উত্তরঃ বাহারাইনে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত চলমান সাধারণ ক্ষমায় ভিসা সংক্রান্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আপনার যদি ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকে তাহলে আপনি বাহরাইন ইমিগ্রেশনে আপনার নামে অবৈধ থাকার অফেন্স ছাড়া অন্য কোন অফেন্স আছে কিনা তা চেক করুন। যদি না থাকে তাহলে বিমানের টিকিট করে সরাসরি এয়ারপোর্ট চলে যেতে পারেন। আর যদি থাকে, তাহলে সেই অফেন্স থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন অতঃপর বাংলাদেশে যেতে পারবেন। ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অবৈধ

থাকার কোন প্রকার জরিমানা আপনাকে দিতে হবে না। কিন্তু কোর্ট/পুলিশ/ট্রাফিক কর্তৃক আপনার কোন জরিমানা ধার্য থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে।

৯) আবেদনঃ স্পন্সরদের কারণে যারা বাহরাইন এয়ারপোর্ট এসে ভিসা না থাকার কারণে ঢুকতে না পেরে দেশে ফিরে যাচ্ছে, তাদের বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
উত্তরঃ এই বিষয়ে দূতাবাস ইতিপূর্বে বাহরাইনের শ্রম মন্ত্রণালয় ও লেবার মার্কেট রেগুলেটরি অথরিটির সাথে দফায় দফায় আলোচনা করেছেন ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের তালিকাও দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, দূতাবাস ও বাহরাইনের সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এজাতিয় পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ প্রবাসী কর্মীদের ৫০% লোকই অবৈধ ফ্রি ভিসা নামক সুবিধা গ্রহণকারী ছিলেন। অবশিষ্ট ৫০% এর মধ্যে অর্ধেকের মত লোক ছুটিতে যেয়ে ইচ্ছায়/অনিচ্ছায় কোম্পানির সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থেকেছেন অথবা ছুটির নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হবার পরও বাহরাইনে নিজ কর্মস্থলে ফিরে আসেন নাই এবং দেরী করার কারণ উল্লেখ করে কোম্পানিকে কোন আবেদনপত্রও জমা দেননি দীর্ঘ সময়, যার কারণে কোম্পানি তাদের টারমিনেট করতে বাধ্য হয়। বাকি অর্ধেকের অনেকেই নিজ স্পন্সরের সাথে বিভিন্ন সময়ে ঝামেলায় জড়িয়ে ছিলেন, যার কারণে স্পন্সর সুযোগ বুঝে তাকে টারমিনেট করে দেয়। আর বিভিন্ন অবস্থা সামনে আসে যখন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু প্রবাসী কর্মী যারা চাকুরী চুক্তি ও নিয়মাবলী মেনে চলেছেন তাদের সাথে অন্যায় হয়েছে বলে খুব কমই অভিযোগ এসেছে।

১০) দূতাবাস হতে এক সপ্তাহে পাসপোর্ট বানানো যায়?
উত্তরঃ বাহরাইনস্থ বাংলাদেশ মিশন থেকে পাসপোর্টের জরুরী সেবা প্রদানের কোন সুযোগ নাই।

১১) চূড়ান্তভাবে দেশে চলে এসেছি ০১ মাস হয়, আসার পূর্বে দূতাবাসে পাসপোর্ট করতে দিয়েছিলাম, এখন কিভাবে সেটা পেতে পারি?
উত্তরঃ আপনি আপনার বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তির নামে দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত বরাবর একটি আবেদনপত্র পাঠান পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস এর কপি দিন। বিষয়টি দূতাবাস বিবেচনা করবে।

১২) এল এম আর এ ফ্লেক্সি ভিসা শেষ হলে যদি আর ভিসা না লাগাই তাহলে কি হবে?
উত্তরঃ অবৈধভাবে বাহরাইনে কাজের উদ্যেশ্যে অবস্থান করা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। যদি ফ্লেক্সি ভিসা শেষ হওয়ার পর আপনি ফ্লেক্সি ভিসার খরচাদি বহনে অসমর্থ হন তাহলে যেকোনো কোম্পানির অধীনে ভিসা করে বৈধভাবে কাজ করুন।

১৩) আমার পাসপোর্টে ০১ নাম, ভিসা আছে, ছুটিতে দেশে গেলে কি আবার আসতে পারবো?
উত্তরঃ কোন সমস্যা নেই।

১৪) ভিসা করার ০৩ মাসের ভিতর কোম্পানি থেকে বের হয়ে গেলে কি কোম্পানিকে ভিসার টাকা দিতে হবে?

উত্তরঃ বিষয়টি নির্ভর করছে কোম্পানির সাথে আপনার যে চাকুরী চুক্তি হয়েছে তার উপর। যদি চাকুরী চুক্তিপত্রে এমন কোন শর্ত দেয়া থাকে এবং আপনি তাতে সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর করে থাকেন তাহলে আপনাকে বহন করতে হবে। তবে সাধারণত কোন কর্মী যদি একটি কোম্পানিতে চাকুরী করবেন মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন তাহলে বাহরাইন এলএমআরএ –র নিয়ম অনুযায়ী কোম্পানি ভিসার ফি প্রদান করবে।

১৫) কোম্পানিতে ০২ বৎসর কাজ করে ছুটিতে যাওয়ার সময় কি কি সুবিধা পেতে পারি? এল এম আর এর নিয়ম কি?

উত্তর-বাহারাইনের লেবার ল অনুযায়ী একজন ওয়ার্কার চাকুরী চুক্তির নিয়ম মেনে এক বছর কাজ করলে তিনি 30 দিন ছুটি, একটি ওয়ানওয়ে টিকেট, একমাসের লীভ সালারি এবং 15 দিনের বেতন সার্ভিস বেনিফিট হিসেবে প্রাপ্তির জন্য অধিকারী হন। যদি কেউ দুই বছর চাকরি চুক্তির নিয়ম মেনে সম্পন্ন করে তাহলে রিটার্ন টিকেট, দুই মাসের লীভ সালারি ও সর্বমোট 30 দিনের অর্থাৎ এক মাসের বেতন সার্ভিস বেনিফিট হিসেবে প্রাপ্তির জন্য অধিকারী হন। সার্ভিস বেনিফিট এর হিসাব প্রথম তিন বছর চাকরির ক্ষেত্রে প্রতি বছরে 15 দিন করে দেয়া হয়। যদি তিন বছরের বেশি কোন কোম্পানিতে চাকরি করে থাকেন তাহলে তিন বছর পর প্রতি বছরের জন্য এক মাসের বেতন সার্ভিস বেনিফিট হিসেবে গণ্য করা হয়। কেউ যদি প্রতি বছর ছুটি না নেন, দীর্ঘ একটি সময় পরে ছুটি এর জন্য আবেদন করেন, তাহলে প্রতি বছর হিসাবে একমাস করে লিভ স্যালারি প্রাপ্তির জন্য তিনি অধিকারী হবেন। পাশাপাশি প্রতি দুই বছরে একটি রিটার্ন টিকেট এর সমপরিমাণ মূল্য প্রাপ্তির জন্য অধিকারী হবেন।

১৬) এল এম আর এ ফ্লেক্সি ভিসা করেছি এখন অন্য কোম্পানিতে চেঞ্জ হওয়া যাবে?

উত্তর- আপনি এলএমআরএ ফ্লেক্সি ভিসা ক্যানসেল করিয়ে অন্য কোম্পানিতে 30 দিনের ভিতরে ট্রান্সফার হয়ে যেতে পারবেন।

১৭) আমার নামে লিগ্যাল অফেন্স আছে, কিভাবে ভিসা করতে পারি?

উত্তর- প্রথমে আপনি আপনার নতুন স্পন্সর খুঁজুন অতঃপর সেই স্পন্সরের সহযোগিতায় অথবা কোন ডকুমেন্ট ক্লিয়ারেন্স এজেন্সি এর সহযোগিতায় আপনার বিরুদ্ধে কী ধরনের অফিস রয়েছে তাই স্পষ্ট ভাবে জানুন। ওপেন স্যার ক্যাটাগরি অনুযায়ী আপনাকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৮) মোবিলিটি করতে কোথায় যেতে হবে?

উত্তর- মবিলিটি করার জন্য আপনি এল এম আর এ সানাবিস, ছিত্রা অথবা সেহেলা অফিসে যেতে পারেন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র সানাবিস অফিসে মবিলিটি করার জন্য যোগাযোগ করুন।

১৯) ফ্লেক্সি ভিসার লোকেরা নতুন সিপিআর করতে পারছে না কেন?

উত্তর- বাহারাইন এর নিয়ম অনুযায়ী একজন প্রবাসী কর্মীর সিপিআর করার সময় তার বসবাসের ঠিকানা দিতে হয় এবং ঠিকানা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস যেমন ইলেকট্রিসিটি বিল অথবা বাড়ি ভাড়া এগ্রিমেন্ট, অথবা কেউ কোন একটি কোম্পানির অধীনস্থ ওয়ার্কার হলে সেই কোম্পানির সিআর এর নির্ধারিত ঠিকানার কাগজ ইত্যাদি দাখিল করতে হয়। ফ্লেক্সি ভিসা কর্মীরা যেহেতু নিজেই নিজস্ব ভিসার স্পনসর, সে ক্ষেত্রে তাদের বাড়ি ভাড়া এগ্রিমেন্ট বা নিজের নামে ইলেকট্রিসিটি বিল এর কাগজপত্র ছাড়া সিপিআর করা সম্ভব নয়। উক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে পারলে অবশ্যই ফ্লেক্সি ভিসা কর্মীর সিপিআর বানাতে কোনো বাধা থাকবে না।

২০) স্পন্সর আমার পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছে, ভিসা শেষ হওয়ার পর এখন ভিসাও লাগাচ্ছে না, আমার কাছে পাসপোর্টের কপিও নাই, কি করতে পারি?

উত্তর- আপনার স্পন্সর কে অনুরোধ করুন পাসপোর্ট হারানোর একটি রিপোর্ট পুলিশ স্টেশনে দাখিল করতে অতঃপর পুলিশ স্টেশন থেকে প্রাপ্ত ডকুমেন্ট নিয়ে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু এর জন্য আবেদন করতে।

যদি স্পন্সর আপনাকে সহযোগিতা না করে সে ক্ষেত্রে আপনি দূতাবাসের এসে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

২১) ছুটিতে দেশে আসার পর ভিসা বাতিল হয় কেন? কিছু বলুন এই বিষয়ে?

উত্তর- আপনার স্পন্সর বাহরাইনের বাহিরে থাকা অবস্থায় অথবা কর্মস্থল থেকে 15 দিন অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় যেকোনো সময় আপনার ভিসা বিনা নোটিশে বাতিল করতে পারে।

২২) আমার ভিসা নেই, মালিক পাসপোর্ট দেয় না। কি করতে পারি?

উত্তর- আপনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ দূতাবাসে পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য আসুন।

২৩) আমার স্পন্সর শেখ ফ্যামিলির লোক, তার ভিসা চেঞ্জ করে অন্য মালিকের/ কোম্পানির ভিসা কিভাবে লাগাতে পারি?

উত্তর- শেখ ফ্যামিলির স্পন্সরের কর্মীরা অন্য স্পন্সর এর অধীনে ভিসা লাগাতে হলে অবশ্যই তার পূর্ববর্তী স্পন্সর থেকে অনাপত্তি পত্র বা নো অবজেকশন লেটার গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি ইমিগ্রেশনের নির্ধারিত ফরমে বর্তমানে স্পন্সরের স্বাক্ষর ও তার সিপিআর কপি জমা দিতে হবে।

২৪) কারো রানএওয়ে কেস থাকলে কি ফ্লেক্সি ভিসা করা যায়?

উত্তর- এটা নির্ভর করে তার কি ধরনের রানওয়ে কেস রয়েছে তার উপর। এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য এল এম আর এ সেহেলা অফিসে যোগাযোগ করুন।

২৫) আমার কোম্পানি/ স্পন্সরশীপ চেঞ্জ করতে কি করা লাগবে?

উত্তর- যদি আপনি আপনার বর্তমান স্পন্সরের অধীনে কমপক্ষে এক বছর চাকুরী সম্পন্ন করে থাকেন তাহলে আপনার ভিসার মেয়াদ শেষ হবার 30 দিন পূর্বে মবিলিটি এপ্লিকেশন করুন পাশাপাশি আপনার কোম্পানির নির্ধারিত ঠিকানায় পোস্ট অফিসের মাধ্যমে রিজাইন লেটার প্রেরণ করুন।

মনে রাখবেন, উক্ত রিজাইন লেটার প্রেরণের পর কমপক্ষে এক মাস আপনাকে বর্তমান স্পন্সরের অধীনে কাজ অব্যহত রাখতে হবে। কিন্তু যদি স্পন্সর আপনাকে এক মাসের ভিতরে নো অবজেকশন লেটারসহ ভিসা চেঞ্জ করার অনুমতি দিয়ে দেন অথবা কোম্পানি আপনাকে মবিলিটি প্রদান করে অথবা আপনার ভিসাটি বাতিল করে দেয়, সেক্ষেত্রে আপনি নতুন কোম্পানির অধীনে ভিসা করা মাত্রই বর্তমান কোম্পানি ত্যাগ করতে পারবেন।

২৬) আবেদনঃ বাহরাইনে অনেক কোম্পানি ঠিকমত শ্রমিকদের বেতন দেয় না, চিকিৎসা খরচ দেয় না/ অসুস্থ হলে চিকিৎসা করায় না, এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ছুটি দেয় না, এসব বিষয়ে দূতাবাসের ভূমিকা রাখা উচিত।

উত্তর- নির্ধারিত কোম্পানির অধীনে কর্মরত কর্মী ভাইদের অধিকার আদায়ে দূতাবাস সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। চুক্তিপত্র অনুযায়ী অথবা বাহারাইনের লেবার ল অনুযায়ী কোন কর্মী ভাই যদি নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত হন তাহলে দূতাবাস বাহারাইন শ্রমো মন্ত্রণালয় ও প্রয়োজনে কোর্টের সহযোগিতায় তার অধিকার আদায়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই কর্মী ভাইকে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের কপি দিয়ে দূতাবাসকে সহযোগিতা করার অনুরোধ থাকবে।

২৭) পাসপোর্টের মেয়াদ কি ১০ বৎসর করেছে?

উত্তর- এখনো 10 বছর মেয়াদি পাসপোর্ট এর সেবা বাহারাইন মিশন থেকে চালু হয়নি। জাতীয় সেবা চালু হলে দূতাবাস হতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হবে।

২৮) বিগত ০৪ বৎসর এক কোম্পানিতে কাজ করি, গত বৎসর থেকে আমাদের ভিসা লাগাচ্ছে না, চেঞ্জও দিচ্ছে না, কি করতে পারি?

উত্তর- আপনারা এজাতীয় সমস্যায় জর্জরিত সকল কর্মী ভাইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে সকলের পক্ষে একজন বা দুইজন দূতাবাসে যোগাযোগ করতে পারেন দূতাবাস বাহরাইন শ্রম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

২৯) বাহরাইন নতুন আসার পর কোম্পানি আমার থেকে ১২ টি ব্ল্যাঙ্ক স্ট্যাম্প পেপারে স্বাক্ষর নিয়েছে। তখন বুঝতে পারিনি, এখন এই বিষয়টা মনে করে ভয় লাগছে, কি করতে পারি?

উত্তর- এজাতীয় কাগজে কখনোই স্বাক্ষর করা আপনার জন্য উচিত হয়নি। তারপরও আপনার যদি এ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোন আশঙ্কা থাকে তাহলে কোম্পানির সাথে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারেন অথবা ঐ স্টাম্প পেপার গুলোর কপি সংগ্রহ করে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

৩০) লেবারদের লাশ কেন প্রবাসীদের টাকায় দেশে পাঠাতে হয়, সরকার কেন বহন করে না?
উত্তর- বাহরাইনে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশি কর্মীর যদি কোন কোম্পানির বৈধ ভিসায় কর্মরত থাকা অবস্থায় মৃত্যু হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানি সেই কর্মী মৃতদেহ বাংলাদেশে প্রেরণসহ যাবতীয় খরচাদি বহনের জন্য বাহরাইন লেবার ল অনুযায়ী বাধ্য। আর যদি মৃত ব্যক্তি অবৈধ অবস্থায় বসবাসকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে থাকেন সেক্ষেত্রে এমন মৃত প্রবাসী কর্মীর লাশ প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি অর্থবছরে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়া হয়ে থাকে দূতাবাস তা থেকে ব্যয় করতে কোনরূপ কার্পণ্য করে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, অবৈধ ভাবে বসবাসকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন এমন কর্মীর সংখ্যাই বেশি হয়ে থাকে। যার কারণে দূতাবাসে নির্ধারিত বাজেট সেসকল প্রবাসীর মৃতদেহ দেশে প্রেরণের জন্য যথেষ্ট হয় না।

৩১) কোম্পানির ভিসা থাকা অবস্থায় ফ্লেক্সি ভিসা করা যাবে কি না?
উত্তর- ফ্লেক্সি ভিসা করতে হলে আপনার বর্তমান ভিসাটি ক্যানসেল করিয়ে তারপর আবেদন করতে হবে। অথবা ভিসা এক্সপায়ার হওয়ার পরে আবেদন করতে পারেন।

৩২) আমি দেশে যাবো বলে জানিয়েছি, কোম্পানি আমার ভিসা বাতিল করেছে কিন্তু টিকিট ও পাওনা টাকা পয়সা দিতে টালবাহানা ও গড়িমসি করছে, কি করতে পারি?
উত্তর- এক্ষেত্রে আপনি দূতাবাসে এসে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। দূতাবাস বাহরাইন শ্রম মন্ত্রণালয় ও প্রয়োজনে কোর্টের সহযোগিতায় আপনার অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করবে।

৩৩) এল এম আর এ ইন্সপেকশনে ধরা পড়েছি, এরপর থেকে আর ভিসা করতে পারি না, কি করতে পারি?
উত্তর- বাহারাইনে ৩১শে ডিসেম্বর 2020 পর্যন্ত চলমান সাধারণ ক্ষমায় এজাতীয় অফেন্স মাফ করে দেয়া হয়েছে তাই আপনি দ্রুত ভিসা করার চেষ্টা করুন।

৩৪) আমি দীর্ঘদিন এক কোম্পানিতে কাজ করি, আমার কোন এগ্রিমেন্ট পেপার হয় নাই, আমি ফিনিশে চলে যেতে চাই, কোম্পানি আমার এত বৎসরের পাওনা হিসাব দেয় না, কি করতে পারি?
উত্তর- এক্ষেত্রে আপনি দূতাবাসে এসে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। দূতাবাস বাহরাইন শ্রম মন্ত্রণালয় ও প্রয়োজনে কোর্টের সহযোগিতায় আপনার অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করবে।

৩৫) পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ, কথায় যাবো রিনিউ করতে/ বানাতে?
উত্তর- বাহারাইন পোস্ট অফিস অথবা ভার্সেটাইলো হ্যাপি সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারেন।

৩৬) ইন্ডিয়ান কয়েকজন লোক আমার ফ্ল্যাটে মদ খেয়ে মারামারি করে, আমি তাদেরকে বারণ করলে তারা শুনে নাই, তখন আমি তাদের ভিডিও করি, দেখতে পেরে তারা আমার উপর আক্রমণ করে ও আমার মোবাইল ভেঙ্গে ফেলে, আমি এখন কি করতে পারি?
উত্তর- নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে অতি দ্রুত বিষয়টি রিপোর্ট করুন এবং আপনার কোম্পানির দায়িত্বশীলদের বিষয়টি অবহিত করে রাখুন।

৩৭) আমার এক লোককে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, এখন কিভাবে তাকে বের করতে পারি?
উত্তর- সেই প্রবাসী কর্মের স্পন্সরের সহযোগিতায় তার বিরুদ্ধে কি অপরাধের কারণে তাকে গ্রেফতার করেছে তা জানতে চেষ্টা করুন অথবা সে যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য নতুন একজন স্পন্সর প্রস্তুত করুন এবং সে স্পন্সরের সহযোগিতায় অথবা বিজ্ঞ উকিলের সহযোগিতায় তার অফেন্স সম্পর্কে জেনে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

৩৮) সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশীদের বাহরাইনে ভিজিট ভিসায় ঢুকতে দেয় না, কেন?
উত্তর- 2018 সালের আগস্ট মাসে ইমাম হত্যাকাণ্ডের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনায় মূল হত্যাকারী বাংলাদেশী হওয়ায় বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীদের সব ধরনের ভিসা বাহারাইন সরকার বন্ধ ঘোষণা করে। তারাই ধারাবাহিকতায় বিমানবন্দর, সৌদি কজওয়েসহ যে কোন উপায়ে বাংলাদেশিদের নতুন ভিসা প্রদান বন্ধ রাখা হয়।

৩৯) দূতাবাস থেকে বাংলাদেশের আইডি কার্ড বানানো যায়।
উত্তর- এখনো এই সেবাটি চালু হয়নি।